১. ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ দেশটি প্রায় দুইশত বছর বৃটিশের এবং ২৪ বছর পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল । এই দুই শাসন ও শোষণের বহুমুখী প্রভাব এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করেছে নানামুখী শৃঙ্খলিত সমস্যা। দারিদ্র্য, জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক, নিরক্ষরতা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক সমস্যার শেকড় তাই ইতিহাসের অনেক গভীরে। পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পরপরই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক সমস্যার উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়।

পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এছাড়াও রিসার্চ মেথডোলোজি বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পরিষদের অর্থায়নে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক তথা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকাঠামোতে বিরাজ করছিল অচলাবস্থা। বর্তমান সরকার একটি সুপরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির পথ অনুসরণ করে দ্রুততার সাথে এই নাজুক অর্থনীতিতে গতিশীলতা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। প্রায় এক দশকের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.০ শতাংশ অতিক্রম করে। তবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। সুপরিকল্পিত কৌশল, পন্থা ও নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এক দশকেই তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৪৮.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। দারিদ্র্য হার ২০০৫ সালের ৪০.০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে পৌছেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে ৮.৫১% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের এবং দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ হতে ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রায় সামঞ্জস্য রাখতে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩৬.৫৯% এ উন্নীত করা দরকার, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকবে (জিডিপির ২৭.৩৫%)

অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় নারীরা আজ বেশি সক্ষম। বর্তমান সরকার কর্তৃক বিধবা ভাতা প্রদান, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তি সরাসরি মায়ের মোবাইলের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরণসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও কার্যকর ও জোরদার করা প্রয়োজন। তাই এ দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানমূলক সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সুস্পষ্ট নীতি। আর এই নীতির প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনায়। ক্ষেত্রভিত্তিক সুস্পষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যভূত (targeted) জনগোষ্ঠির উন্নয়নে কার্যকর কার্যক্রম ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করে। সুতরাং যে কোনো নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন উক্ত বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব সামাজিক গবেষণার ফলাফলই সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। আবার পরিকল্পনার ফলাফল মূল্যায়নের জন্যও গবেষণা ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ দেশের সমস্যাকেন্দ্রিক, নীতিকেন্দ্রিক এবং কার্যক্রম কেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

২. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

২.১ সামাজিকবিজ্ঞানসমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন করা;

২.২ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিস্তরণ করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও সমষ্টি উন্নয়নে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারে সহায়তা করা;

২.৩ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের (community development) লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা;

২.৪ গবেষণালব্ধ ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;

২.৫ পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়নকারী এবং প্রশাসকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিস্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করা;

২.৬ সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৭ সামাজিকবিজ্ঞানে প্রয়োগিত আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা;

২.৮ বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে কর্মশালা, সেমিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করা।

৩. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ-

৩.১ গবেষণা নীতিমালাঃ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে প্রমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এই আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধভাবে পরিচালনা করে, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বুকলেট আকারে প্রকাশিত। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এ বুকলেটটি **"সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি"** শিরোনামে পরিচিত। এটি চারবার সংস্করণ (২০০৫, ২০০৭, ২০১১ এবং ২০১৯) করা হয়েছে। এই নীতিমালাটি সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মান উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর অবদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরিমার্জন ও সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ৫ জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি কর্মশালা সম্পন্ন করে। এ কর্মশালায় নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, নীতি প্রণয়নে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ছিল। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতিমালা পর্যালোচনা প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত নীতিমালা পরিমার্জন করা হয়।

পরিমার্জিত এ নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০২২ নামে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ, ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা, মঞ্জুরি প্রদান ক্ষেত্র, গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ, ফলাফল উপস্থাপনসহ অন্যান্য

বিষয়ে বিস্তারিত নীতি উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নীতিমালার কিছু পরিবর্তন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতিমালার কিছু পরিবর্তন পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল ২০২২ নামে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২ উদ্দেশ্যসমূহ:

৩.২.১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং এসডিজি অর্জন সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক তথ্য গ্যাপ চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা যাচাই সমীক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৩.২.২ নিয়মিত বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা।

৩.২.৩ নীতি প্রণয়নকারী, পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকের সাথে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরতি করা।

৩.২.৪ দক্ষ সমাজগবেষক তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশল (Area wise Policies and Strategies)

৪.১ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন (Selection of the Research Area):

৪.১.১ **নীতি:** গবেষণা ক্ষেত্র আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট এবং গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্র সীমিত পরিসরে বিবেচনা করতে হবে।

৪.২ কৌশল:

৪.২.১ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিধৃত অগ্রাধিকার পূরণ সম্পর্কিত হতে হবে।

৪.২.২ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রয়োজন অনুযায়ী এসডিজি/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/অন্যান্য কোন পরিকল্পনা সহায়ক সমীক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৪.২.৩ একটি বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের মাধ্যমে প্রতিবছর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চূড়ান্ত করতে হবে। অথবা ক্ষেত্রভিত্তিক চাহিদা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন করা হবে।

৪.২.৪ বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের সদস্য নির্বাচনে সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন/বর্তমান শিক্ষক যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, সরকারি কর্মকর্তা প্রাক্তন/বর্তমান যাদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে, অথেনটিক/আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা রয়েছে এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক, যাঁদের গবেষক হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে (কমিশনের সেক্টর/ডিভিশনের কর্মকর্তা) সম্পৃক্ত তারাও এই বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য হবেন। এসএসআরসির সহকারী পরিচালক এই বিশেষজ্ঞ দলের সাথে সমন্বয়কের এবং গবেষণা র্কমর্কতা সদস্য সচিবের ভূমিকা পালন করবেন।

৪.২.৫ এই বিশেষজ্ঞ দলে মোট ১৭ জন সদস্য থাকবেন। ৮ জন বিশেষজ্ঞ, ৪ জন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সদস্য, পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব, অতিরিক্ত সচিব (এসএসআরসি), উপসচিব (এসএসআরসি) এবং সহকারী পরিচালক (এসএসআরসি), গবেষণা কর্মকর্তা (এসএআরসি) (সংযোজনী-১)

৪.২.৬ বিশেষজ্ঞ প্যানেল গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে সরকারি স্বার্থ পূরণে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবে। এসএসআরসি সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৪.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণের (Formulation) এর জন্য গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে (সংযোজনী -২) ।

৫. গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies for Research Proposal Advertisement):

৫.১ **নীতি:** গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান অর্থ-বছর শুরুর পূর্বেই দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করতে হবে ।

৫.২ কৌশল:

৫.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান প্রতি বছর এপ্রিল-জুন মাসে করতে হবে।

৫.২.২ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে।

৫.২.৩ এসএসআরসির ওয়েবসাইটেও এ বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ থাকবে।

৫.২.৪ বিজ্ঞাপনে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানে নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবনা উপস্থাপনের ছকে উল্লেখ করতে হবে; এ ক্ষেত্রে সংযোজনী-৩ অনুসরণ করতে হবে।

৫.২.৫ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানে বিভিন্ন ক্যাটগরির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

৫.২.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা এবং গবেষণা প্রোফাইল আলাদাভাবে জমা দিতে হবে ।

৫.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানকালে প্রয়োজনীয় ডকুমন্টেসসমূহ সংযোজনী- ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ) ও ৪(ঘ) মোতাবকে জমা দিতে হবে।

৬. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies of Research Proposal Selection): (প্রমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

৬.১. **নীতি:** প্রমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল অনুসরণ করতে হবে।

৬.২. কৌশল:

৬.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণে ক্ষেত্রভিত্তিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ০৩ (তিন) জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক, পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন।

৬.২.২. প্রমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনার প্রাথমিক বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের (২৫-৩০ জনের) প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে।

৬.২.৩ উক্ত ওয়ার্কসপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দল গঠন করে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক (Indicator) সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে। এই নির্দেশকগুলোকে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে।

৬.২.৪ এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। এ সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়াও প্রাপ্ত প্রস্তাবনার প্রোফাইল ৫০ নম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক এসএসআরসরি সংশ্লিষ্ট র্কমর্কতাগণ মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন ছক সংযোজনী-৫ এবং ৬ সংযোজন করা হয়েছে।

৬.২.৫ প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ সংশোধন, পরিমার্জন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আরো ১/২টি ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে। এ ওয়ার্কসপে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে বিষযভিত্তিক দল গঠন করে গবেষণা প্রস্তাবনার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে গবেষণা প্রস্তাবনা শুদ্ধ করতে হবে।

৬.২.৬ চূড়ান্ত এবং উন্নয়নকৃত গবেষণা প্রস্তাবনা ১/২টি ওয়ার্কসপের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দফতর/ বিভাগ/ পরিকল্পনা সেক্টরের প্রতিনিধি, পরিকল্পনাবিদ এবং গবেষকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ করতে হবে।

৬.২.৭ প্রপোজালের জন্য প্রাপ্ত নম্বর এবং প্রোফাইলের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টির ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভাবে আর্থিক মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে এবং গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটিতে (সংযোজনী ১৩) অনুমোদন নিতে হবে।

৬.২.৮ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ কেনো নির্বাচিত হল আর কেনো বাদ পড়ল তার কারণ উল্লেখ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৬.২.৯ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। বাৎসরিক বাজেট অনুযায়ী অগ্রাধিকার তালিকা হতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করা হবে।

৭. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ (এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা):

৭.১. **নীতি:** এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৭.২. কৌশল:

৭.২.১ এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক এবং দুইজন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহে) এবং ১জন সমন্বয়ক থাকবে।

৭.২.২ এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা অবশ্যই সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নির্ধারিত গবেষণা ফিল্ডের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৭.২.৩ পিএইচডি গবেষককে অবশ্যই সর্বশেষ দুই অর্থবছরের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে এবং এমফিল এর ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

৭.২.৪ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যেসব গবেষণার বিপরীতে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক মঞ্জুরি রয়েছে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ অর্থ মঞ্জুরি করবে না। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মঞ্জুরি প্রাপ্ত হননি মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে (সংযোজনী -২১)

৭.২.৫ এসএসআরসি কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব আহবানের সময়কালের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণা চলছে কিংবা সমাপ্ত পর্যায়ে রয়েছে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে কোনো অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করা হবে না।

৭.২.৬ এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনার গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক বা ইনডিকেটর সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে। এই ইনডিকেটর (গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতাগুলোকে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম সাফল্য নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়াও প্রাপ্ত প্রস্তাবনার গবেষকের প্রোফাইল ৫০ নম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক এসএসআরসির কর্মকর্তাগণ মূল্যায়ন করবেন। উত্তীর্ণ নম্বর ২৫ বিবেচনা করতে হবে। মূল্যায়ন ছক (সংযোজনী-৫) সংযোজন করা হয়েছে। একইসাথে সকল শ্রেণির গবেষণা মূল্যায়নের জন্য সংযোজনী-৬ অনুসরণ করতে হবে।

৮. মঞ্জুরি প্রদান ক্ষেত্র:

৮.১ **নীতি:** পাঁচ ধরনের গবেষণা ক্ষেত্র ও গবেষণা পদ্ধতির উপর সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে অনুদান প্রদান করা হয়।

৮.২. **কৌশল:** পাঁচ ধরনের ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। মঞ্জুরি প্রদানের এ ক্ষেত্রসমূহ হলো- (১) প্রমোশনাল গবেষণা (২) ফেলোশিপ গবেষণা (৩) এমফিল প্রোগ্রাম (৪) পিএইচডি প্রোগ্রাম এবং (৫) প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা । এছাড়াও রয়েছে (৬) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং (৭) অন্যান্য।

৯. প্রমোশনাল গবেষণা:

৯.১. নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৯.২. কৌশল:

৯.২.১ ধারণা: সামাজিকবিজ্ঞানসমূহের তাত্তিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে গবেষণা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তরুণ গবেষক তৈরিই এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।

৯.২.২ প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে। তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা যেতে পারে।

৯.২.৩ প্যানেলভুক্ত গবেষক ও গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষককে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৯.২.৪ গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নে প্রস্তাবনার মানের নম্বরের সাথে গবেষকের অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত সুনির্দিষ্ট ইনডিকেটর এবং নম্বর প্রতিস্থাপন করে সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে।

৯.২.৫ গবেষকের যোগ্যতা: (১) এ গবেষণায় সম্পৃক্ত গবেষকের বয়স হবে অনুর্ধ্ব ৪০ বছর সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য (২) গবেষককে হতে হবে তরুণ শিক্ষক, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ অথবা উন্নয়নকর্মী (৩) গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ অর্থনীতি/রাস্ট্রবিজ্ঞান/নৃবিজ্ঞান/লোকপ্রশাসন/গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/ নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/কমিউনিটি মেডিসিন/ ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান/ পাবলিক হেলথ/ মানসিক স্বাস্থ্য/শিক্ষাবিজ্ঞান/জনমিতি বিজ্ঞান/পপুলেশন সায়েন্স/ উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ/অপরাধ বিজ্ঞান/জরাবিজ্ঞান/ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। (৪) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান, দক্ষতা এবং কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে থিসিস গ্রুপের স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ওপর টার্ম পেপার/এসাইনমেন্ট জ্ঞান, দক্ষতা হিসেবে গণ্য হবে)। (৫) গবেষকের উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের ওপর কমপক্ষে স্নাতক/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর (এমএ/এমএসএস/ এমকম/এমবিবিএস/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) থাকতে হবে।

৯.২.৬ গবেষণা মঞ্জুরির পরিমাণ ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা মাত্র। গবেষণা কার্যক্রম এসএসআরসরি সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে সর্বোচ্চ সীমা ১ বছর পর্যন্ত। গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৩০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম প্রজেন্টেশেন/ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে এবং অন্য কিস্তিটি (৭০%) চূড়ান্তভাবে জমাদান ও মূল্যায়ন রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পরে।

৯.২.৭ প্রমোশনাল গবেষণা পরিচালনা সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষক শিক্ষক বা যোগ্যতা সম্পন্ন পিএইচডি ডিগ্রিধারী সরকারি কর্মকর্তা বা গবেষণা কর্মে দক্ষ কর্মকর্তার অধীন পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে তারা তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ পাবেন এবং এসএসআরসির নির্ধারিত হরে সম্মানী পাবেন।

৯.২.৮ যে সব গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রমোশনাল গবেষণা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীর কমপক্ষে ৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা চাহিদা অনুযায়ী জমা দিতে পারেন এবং পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে পারেন। তত্ত্বাবধায়কগণ এসএসআরসির নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন।

৯.২.৯ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য ছোট পরিসরে (১৫-২০ জন) প্রাসঙ্গিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে একটি সেমিনার/ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি সেমিনার/ওয়ার্কসপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৯.২.১০ এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন গবেষক নিজেই পরিচালনা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন।

৯.২.১১ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ এর মনোনীত যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে।

৯.২.১২ কোনো প্রমোশনাল গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একবারের অধিক গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯.২.১৩ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

৯.২.১৪ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও জামানতকারী এসএসআরসি'র সাথে চুক্তিপত্র ৬০০/- (৩০০+৩০০) টাকার নন জুডশিয়িাল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত হবে। সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পক্ষ উপসচিব/সহকারী পরিচালক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। চুক্তিপত্র (সংযোজনী-৭ এবং ৮) এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

৯.২.১৫ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের ৫ কপি বাঁধাই করে জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গিন প্রিন্ট করে জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

৯.২.১৬ প্রমোশনাল গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়নে অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১০. ফেলোশিপ গবেষণা:

১০.১. **নীতি:** নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১০.২ **কৌশল:**

১০.২.১ ধারণা: আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানমূলক পরিচালিত গবেষণাই এ প্রকৃতির গবেষণা।

১০.২.২ প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে। তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে এবং চাহিদানুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়ায় আনতে হবে।

১০.২.৩ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী,

সামাজিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক হতে হবে। গবেষকের বিষয়সংশ্লিষ্ট অথেনটিক আন্তর্জাতিক/দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পেপার থাকতে হবে। গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ অর্থনীতি/ ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান/ রাস্ট্রবিজ্ঞান/ নৃবিজ্ঞান/ লোকপ্রশাসন/ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/ কমিউনিটি মেডিসিন/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ পাবলিক হেলথ/ মানসিক স্বাস্থ্য/ শিক্ষাবিজ্ঞান/ জেন্ডার স্টাডিজ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান থাকতে হবে। এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রী/ অথবা গবেষণা কার্যক্রমের সাথে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেলায় যাদের পিএইচডি/এমফিল ডিগ্রি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা শিথিলযোগ্য।

১০.২.৪ গবেষণা মঞ্জুরির পরিমাণ ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ২ বছর পর্যন্ত। গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরি গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই কমিটি গবেষণা পদ্ধতি পরিচালনার ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করবেন। গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথমটি (৪০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে অন্যটি (৬০%) চূড়ান্ত ভাবে জমাদান এবং মূল্যায়ন রিপোর্টের পরে।

১০.২.৫ এ ধরনের গবেষণা পরিচালনায় গবেষককে স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১০.২.৬ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাঝ পর্যায়ে ছোট পরিসরে গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারী উপস্থিতিতে (২০-২৫ জন) একটি ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্বে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যয়ের একটি বাজেট সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সরবরাহ করবে।

১০.২.৭ এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন পর্যন্ত গবেষক দক্ষ অনুসন্ধানী, নিয়োগ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

১০.২.৮ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো পর্যায়ে পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ ও যোগ্য যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে।

১০.২.৯ ফেলোশিপ গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১০.২.১০ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে গবেষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

১০.২.১১ এ গবেষণায় গবেষকের সাথে এসএসআরসির চুক্তি করতে হবে। গবেষক ১টি জামানতনামা (সংযোজনী-৮) দাখিল করবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসির (সংযোজনী-৭) সরবরাহ করবে। সরকারি চাকুরীজীবীর ক্ষেত্রে এনওসি (NOC) প্রয়োজন হবে। এসএসআরসির পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

১০.২.১২ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের ৫ কপি কপি বাঁধাই করে জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গিন প্রিন্ট জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১০.২.১৩ ফেলোশিপ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১০.২.১৪ গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ বিবেচনায় তা বিবেচনা করা হবে।

১১. এমফিল প্রোগ্রাম:

১১.১. **নীতি:** নির্বাচিত গবেষণার অনুকূলে সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১১.২ **কৌশল:**

১১.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এমফিল রেজিস্ট্রেশন লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১১.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন কর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে।

১১.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ২ বছর। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৪০%) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে।

১১.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে প্রয়োজনে একটি ওয়ার্কর্সপ/সেমিনার প্রদান করতে হবে।

১১.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১১.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই তার মূল তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিতে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

১১.২.৭ এমফিল গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (অন্য প্রকৃতির যেমন প্রমোশনাল/ ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না। তবে গবেষণা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং ওয়ার্কসপে উপস্থাপন করেছেন সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার আবেদন করতে পারবেন।

১১.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে।

১১.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক এবং জামানতকারীর সাথে এসএসআরসির চুক্তি করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি (সংযোজনী-৭) সরবরাহ করবে। গবেষক ১টি জামানতনামা (সংযোজনী-৮) দাখিল করবে। এসএসআরসির পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

১১.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের এক কপি রঙ্গিন প্রিন্টসহ ৫ কপি বাঁধাই করে জমা প্রদান করতে হবে। সংরক্ষণের জন্য গবেষণার সফট কপি জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণার সার সংক্ষেপ এর সফট কপি জমা প্রদান করতে হবে।

১১.২.১১ এমফিল গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচডিতে রূপান্তরিত করার পর দ্রুততার সংগে এসএসআরসিকে অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চুক্তি পত্র পরিবর্তন করতে হবে।

১১.২.১২ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১১.২.১৩ গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনা করবে। মূল্যায়নকারীর/তত্ত্বাবধায়কের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায়ে গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পুন:চুক্তি করতে হবে।

১২. পিএইচডি প্রোগ্রাম:

১২.১. **নীতি:** নির্বাচিত গবেষণার অনুকূলে সর্বাধিক ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১২.২. **কৌশল:**

১২.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক এবং জামানতকারীর সাথে এসএসআরসির চুক্তি করতে হবে। চুক্তিপত্র (সংযোজনী-৭) এবং জামানতনামা (সংযোজনী-৮) এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

১২.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন কর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে।

১২.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ৩ বছর। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। একটি কিস্তি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে (৪০%) এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে।

১২.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে প্রয়োজনে একটি ওয়ার্কসপ/সেমিনার প্রদান করতে হবে।

১২.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যে কোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১২.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

১২.২.৭ পিএইচডি গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক/প্রমোশনাল) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১২.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে গৃহীত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

১২.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও জামানতকারীর সাথে এসএসআরসরি চুক্তি করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি (সংযোজনী-৭ এবং ৮) সরবরাহ করবে। এসএসআরসির পক্ষে উপসচিব/ সহকারী পরিচালক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

১২.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের ৫ কপি কপি বাঁধাই করে জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গিণ প্রিন্ট এবং এর সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১২.২.১১ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১২.২.১২গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে এবং উপযুক্ত কারণ বিবেচনায় তা বিবেচনা করবে। গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন হলে শিরোনাম গ্রহণের আবেদন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পুন:চুক্তি করতে হবে।

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা:

১৩.১. **নীতি:** নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৩.২. **কৌশল:**

১৩.২.১ সাধারণ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজের বিভাগ, সরকারি কলেজের বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত বেসরকারি সংস্থার অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং রেজিস্ট্রেশনকৃত (প্রযোজ্য প্রতিষ্ঠান) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ ইনস্টিটিউট হিসেবে গণ্য হবে। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান

অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের প্রত্যয়নসহ গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করলে তা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা বলে বিবেচনা করা হবে;

১৩.২.২ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই জাতীয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১৩.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক/বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিডিপি)-২১০০ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১৩.২.৪ এসব প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটা সুসংবদ্ধ জনবল কাঠামো থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান থাকতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ জনবল থাকতে হবে।

১৩.২.৫ এসব প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরির আবেদনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে অবশ্যই উপর্যুক্ত শর্ত ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত গবেষক অর্থাৎ যাদের পিএইচডি/এমফিল কিংবা দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন রয়েছে এমন দক্ষজনবল কাঠামো থাকতে হবে।

১৩.২.৬ গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক যোগ্য মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। উক্ত প্রতিনিধি/ প্রতিনিধিদলের একটি প্রত্যয়ন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রমানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা মঞ্জুরির আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবে এবং গবেষণার টিম মেম্বার/সদস্যদের তথ্য এবং গবেষণা কাজে সম্পৃক্ততার বিবরণ দিতে হবে। প্রতিনিধি/প্রতিনিধিদল (সংযোজনী ১৮) মোতাবেক একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১৩.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গবেষণা ইনস্টিটিটিউট ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রধান) /টিএনও/ জেলা প্রশাসকের একটি প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে। তাছাড়া প্রস্তাবনা জমাদানে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাড, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ফোন নম্বর, ই-মেইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি জমাদান করতে হবে।

১৩.২.৮ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকবে এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।

১৩.২.৯ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক গবেষণা পরিবীক্ষণ করবেন এবং একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন (সংযোজনী-১৯) ।

১৩.২.১০ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা এবং মঞ্জুরিকৃত এই অর্থ ৩টি কিস্তিতে (২০%+৪০%+৪০%) প্রদান করতে হবে। এই গবেষণা সম্পাদনের সময়কাল চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে ২ বছর পর্যন্ত। ১ম কিস্তি গবেষণা অগ্রগতি বিবেচনায় ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রাপ্য হবে, ২য় কিস্তি পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে প্রাপ্য হবে এবং চূড়ান্ত কিস্তি পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে প্রাপ্য হবে;

১৩.২.১১ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা পর্যায়ে একটি, গবেষণার মধ্য পর্যায় দুইটিসহ মোট তিনটি ওয়ার্কসপের/Presentation পরিচালনা করতে হবে এবং অর্থ ৩(তিন) কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ডেসিমিনেশন করতে হবে। সকল ধরনের সভা/সেমিনার/ওর্য়াকসপ/ডেসিমিনেশন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে সম্পাদন করতে হবে। গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানটিকে এতদসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক নিরীক্ষিত একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১৩.২.১২ সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো সিডিউল ব্যাংক এর একাউন্টের মাধ্যমে/প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী একাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট প্রধান গবেষকের (দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে যিনি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সাথে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন) স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে হবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। গবেষণা সম্পাদনের সময় বৃদ্ধির উপযুক্ত কারণসহ আবেদন করলে সেক্ষেত্রে ১ বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যতে পারে ।

১৩.২.১৩ গবেষণা শেষ হলে এক কপি রঙ্গিণসহ গবেষণা প্রতিবেদনের ০৫ (পাঁচ) কপি বাঁধাই করে জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১৩.২.১৪ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১৩.২.১৫ এ গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং এসএসআরসির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে (সংযোজনী-৭ ও ৮) । চুক্তিপত্রে এসএসআরসির পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক স্বাক্ষর করবেন।

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ

১৪.১. **নীতিঃ** নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং নির্ধারিত কর্মকৌশল অবলম্বন করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৪.২. **কৌশলঃ**

১৪.২.১ সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেবল সেসব প্রতিষ্ঠান প্রদান করতে পারবে যেসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক রয়েছে অথবা দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক বাহির থেকে সংযুক্ত করেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৪.২.২ এসব প্রতিষ্ঠান হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধীন কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/বিভাগ, গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সরকারি-বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের কোন প্রশিক্ষণ বিভাগ।

১৪.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নিজস্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা অথবা দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৪.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরির জন্য পরিচালক/প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল জমা প্রদান করতে হবে।

১৪.২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।

১৪.২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদানের পূর্বে এসএসআরসি কর্মকর্তা/প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন (সংযোজনী-২০)। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার শর্ত পূরণ হলেই আর্থিক মঞ্জুরির জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।

১৪.২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ আর্থিক মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা। এই মঞ্জুরির অর্থ এককালীন/ দুটি ধাপে সমান কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

১৪.২.৮ এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণার্থী প্রমোশনাল গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআরসির নিয়ম-নীতি মেনে জমা দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক/ অধ্যাপক তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন।

১৪.২.৯ এ প্রশিক্ষণ পরিচালনাকালীন এসএসআরসির মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ পরিবীক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন; এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সম্মানী মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে প্রদান করতে হবে।

১৪.২.১০ প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ২ কপি (বাঁধাইকৃত) এবং সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার এসএসআরসিতে জমা প্রদান করতে হবে (সংযোজনী-১৪)।

১৪.২.১১ এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং এসএসআরসরি মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে (প্রস্তাবিত সংযোজনী ১৫, ১৬ ও ১৭)। চুক্তিপত্রে এসএসআরসির পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক স্বাক্ষর করবেন।

১৫. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নঃ

১৫.১. **মূল্যায়ন কমিটির গঠনঃ** গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন প্যানেল প্রণয়ন করতে হবে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্যানেলে সদস্য সংযোজিত করার ক্ষমতা এসএসআরসি সংরক্ষণ করবে। প্রতি বছর এই প্যানেলের সদস্য প্রয়োজনের তাগিদে এসএসআরসি সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

১৫.২. মূল্যায়নকারীর প্যানেল নির্বাচনে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন থাকতে হবে।

১৫.৩. **মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতাঃ** মূল্যায়ন কমিটির সদস্যকে অবশ্যই সামাজিক অনুষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, যাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা পেপার রয়েছে এবং গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রবনতা রয়েছে এমন ব্যক্তি হতে হবে।

১৫.৪. **মূল্যায়নকারী সদস্যদের দায়িত্বঃ** গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কোনো কারণে মূল্যায়ন করতে অপরগতা প্রকাশ করলে তা অবশ্যই গ্রহণের তারিখের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে এবং ফেরত পাঠাতে হবে।

মূল্যায়নকারীকে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছক (সংযোজনী-৯) সংযোজন করা হয়েছে।

১৬. গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণঃ

১৬.১. **প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ কমিটিঃ** গবেষণা পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

১৬.২. **প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরীবিক্ষণ কমিটির দায়িত্বঃ** এ কমিটির সদস্যগণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত ছক (সংযোজনী-১০) অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অন্যান্য স্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন। গবেষণা কাজের প্রশ্নমালা, এফজিডি, লোকাল মিটিং, সার্ভের (রেসপনডেন্ট) কাজ হয় কিনা, কিকি টুলস ব্যবহার হয় এবং পরিবীক্ষণের ছবি সংযুক্ত করতে হবে (সংযোজনী-১৯)।

১৬.৩. **প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ কমিটির সম্মানী ও ভাতাঃ** এ কমিটির সদস্যগণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৈনিকভাতার দ্বিগুণ টাকা সম্মানী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক টিএ, ডিএ ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৭. গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনঃ

১৭.১. সকল প্রকৃতির গবেষণা সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করে উপস্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭.২. এ ক্ষেত্রে সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে।

১৭.৩. ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ভ্যেনু নির্বাচন এবং অন্যান্য কর্ম-পরিকল্পনা গবেষক এবং এসএসআরসির সংশ্লিষ্ট উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

১৮. ওয়ার্কসপ এবং সেমিনার পরিচালনার নিয়ম-নীতিঃ

১৮.১ **ক্যাটাগরিভিত্তিক ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনা কমিটির গঠনঃ** সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হবে; এসএসআরসি ও পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে।

১৮.২. **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও যোগ্যতাঃ** সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা, গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক ও ১ জন সহকারী।

১৮.৩ **অন্যান্যঃ** প্রধান অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং সভাপতি, বিশেষ অতিথি, সমন্বয়কারী, রিসোর্স পারসন, মডারেটর, গবেষণা পেপার উপস্থাপনকারী, আলোচনাকারীগণের অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেট বিভাজন অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মানী এবং কর্মসূচি ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। বিল ও ভাউচার সঠিক ও যথাযথ হতে হবে।

১৯. গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান এবং জমা প্রদানে ব্যর্থতাঃ

১৯.১ সকল প্রকার গবেষণার চুড়ান্ত প্রতিবেদন উল্লিখিত সময়ের (প্রমোশনাল ১ বছর, ফেলোশিপ ২ বছর, প্রাতিষ্ঠানিক ২ বছর, এমফিল ২ বছর এবং পিএইচডি ৩ বছর) মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে; এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নীতি শিথিলযোগ্য ।

১৯.২ জমাকৃত গবেষণা প্রতিবেদন ১০ দিনের মধ্যে প্যানেলভুক্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র/বিষয়ের মূল্যায়নকারীর নিকট প্রেরণ করতে হবে ।

১৯.৩ যৌক্তিক কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে এসএসআরসি থেকে গৃহীত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে যথাযথ খাতে জমা প্রদান করতে হবে ।

১৯.৪ গবেষণা প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় গবেষণার শিরোনামে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে কথাটি উল্লেখ করতে হবে । এ ছাড়াও গবেষকের নাম, পদবী এবং জমাদানের সাল উল্লেখ করতে হবে । সংক্ষিপ্তসার ২ কপি জমা দিতে হবে এবং সিডিতে সফটকপি জমাদান করতে হবে, এ ক্ষেত্রে গবেষকের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে ।

২০. মূল্যায়ন নীতিমালাঃ

২০.১ **মূল্যায়নকারীর যোগ্যতাঃ** মূল্যায়নকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের/কলেজের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক অথবা অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, গবেষণার সাথে সংযুক্ত পিএইচডি ডিগ্রীধারী সরকারি কর্মকর্তা/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে । যাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পেপার রয়েছে । গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে ।

২০.২ **মূল্যায়নকারীর প্যানেল তৈরিঃ** গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মূল্যায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যানেল থাকবে । এই প্যানেলভুক্ত সদস্যের নিকট গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রোফাইল প্রতিবেদন এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মূল্যায়ন করতে হবে । এ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য প্যানেল, বিভিন্ন ক্যাটেগরির গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্যানেল এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে ।

২০.৩ মূল্যায়নকারী এসএসআরসির মূল্যায়ন ছক (সংযোজনী-৯) অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন ।

২০.৪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (গ্রহণের তারিখ হতে ২১ দিন) জমা প্রদান করবেন ।

২০.৫ কোনো কারণে মূল্যায়নে ব্যর্থ হলে বা করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তা সরাসরি এসএসআরসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে ।

২০.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী ও অন্যান্য সম্মানী অর্থ বিভাগের বিধি-বিধানের আলোকে অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী প্রদান করা হবে ।

২০.৭ প্রমোশনাল গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন হতে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ (যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে) করা যাবে । একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীন ৩টির বেশি গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা যাবে না ।

২১. গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালন প্রক্রিয়াঃ

গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালনের জন্য এসএসআরসির নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মঞ্জুরি গ্রহণ ও সমন্বয় করতে হবে। মূল্যায়নকারীর রিপোর্ট ও পরিবীক্ষণ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে এ সঞ্চালন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

২২.১ গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগঃ

গবেষকের গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২.২ গবেষণা সম্পর্কিত মতামতঃ

প্রতি বছর বাছাইকৃত গবেষণার উপর গবেষক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।

২৩. গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনাঃ

সকল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনার দাবী রাখে। প্রত্যেক গবেষককে গবেষণা প্রতিবেদন এসএসআরসির নির্ধারিত ফরমেটে জমা প্রদান করতে হবে। গুণগত গবেষণা সম্পাদনামন্ডলীর সুপারিশ অনুয়ায়ী প্রকাশনা করতে হবে। প্রকাশনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) এবং দুটি জাতীয় পর্যায়ের জার্নাল বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় (Journal of Social Science Research Council) প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে। জার্নাল প্রকাশনা এবং জাতীয় কর্ম-পরিচালনার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। গবেষকগণ এ নির্দেশনা মেনে সমাপ্তকৃত গবেষণার উপর গবেষণা আর্টিকেল জমা দিতে পারবেন। তাছাড়া গবেষকগণ নিজের উদ্যোগে অন্যকোনো দেশী বা আন্তর্জাতিক জার্নালেও এসএসআরসির পূর্বানুমতি নিয়ে গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতে পারবেন। এসএসআরসির রেজিস্ট্রেশনভুক্ত নয় এমন বাহিরের গবেষকগনও এ জার্নালসমূহে আর্থ-সামাজিক বিষয়ের উপর প্রাথমিক-তথ্য ভিত্তিক গবেষণা ফলাফলের উপর গবেষণা আর্টিকেল জমা দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সম্পাদকমন্ডলীর মতামত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া প্রতিবছর সমাপ্তকৃত ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণাসমূহ গুচ্ছ আকারে প্রকাশিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পলিসি এবং গবেষণা সাপোর্ট সংশ্লিষ্ট ইউনিটে এসএসআরসি প্রেরণ করবে।

২৪. প্রকাশিত গবেষণা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াঃ

প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এসএসআরসি প্রণীত আলাদা নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ে বিস্ত রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫. প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহঃ

এসএসআরসি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে এবং এসডিজি ও দেশের নীতি ও পরিকল্পনার সাথে এগুলোর গভীর সম্পৃক্ততা থাকলে এর ওপর ওয়ার্কসপ পরিচালনা করবে।

২৬. নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন (Assessing impacts of the policy)

এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। তবে প্রতি বছর উদ্দেশ্য পূরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গবেষণা নীতিমালা পুনরায় সংস্করণ করা হবে। এসএসআরসি নিজস্ব উদ্যোগে এ মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৭. সাধারণ নিয়মাবলিঃ

২৭.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে এ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৭.২ গবেষক কর্তৃক বিল ভাউচার জমাদানের নির্ধারিত টপশিট অনুসরণ করতে হবে (সংযোজনী-১৪) ।

২৭.৩ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাব আলাদাভাবে বিশেষ ক্যাটাগরিতে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২৭.৪ নীতিমালার আলোকে সকল কার্যক্রম ম্যানুয়েল পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনে পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৭.৫ গবেষণার চূড়ান্ত কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ।

২৭.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার এবং সে মতে চুক্তি স্বাক্ষরের পর কোন ক্যাটাগরি পরিবর্তনের (এমফিল গবেষণা ব্যতিত) কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

২৭.৭ দেশের বাহিরে অবস্থিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এমফিল এবং পিএইচডি কোনো গবেষক কোনো ক্যাটাগরিতে আবেদন করিলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধিবিধানের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৭.৮ একই গবেষক একাধিক ক্যাটগরিতে বা একাধিক গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিলে অথবা অত্র পরিষদে গবেষণা চলমান আছে তদুপরি নতুন আরেকটি গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে এরুপ সকল ক্ষেত্রে গবেষকের সকল গবেষণা প্রস্তাবনা বাতিল বলে বিবেচিত হবে;

২৭.৯ ইতোপূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭ এর আওতায় গৃহীত গবেষণার সকল কার্যক্রম এ নীতিমালার আওতায় সম্পাদন করা হবে।

২৭.১০ সংশোধিত এ নীতিমালা ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে কার্যকর হবে।

উপসংহার (Conclussion):

গবেষণার গুণগতমান এবং জাতীয় স্বার্থে গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে গবেষণার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক। এই নীতিমালাটি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। নীতিমালাটির কার্যকর প্রভাব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে এবং গবেষণা লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাতীয় নীতি গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

সংযোজনী-১

(৪.২.৫) গবেষণা ফিল্ড নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাঠামো

ক্রমিক	কমিটি	পদ
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (এসএসআরসি) পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।	সদস্য
৩.	উপসচিব (এসএসআরসি) পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।	সদস্য
৪.	বিশেষজ্ঞ ৮ জন (ক্রমিক ৪.২.৫ অনুযায়ী)	সদস্য
৫.	পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা ৪ জন (৪.২.৪ অনুযায়ী)	সদস্য
৬.	সহকারী পরিচালক , সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ।	সদস্য
৭	গবেষণা কর্মকর্তা, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ।	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(০১) সরকারের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ ক্ষেত্র নির্বাচন;

(০২) সরকার কর্তৃক অর্পিত এ বিষয়ে অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব

(০৩) কমিটি যে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে ।

সংযোজনী-২

GUIDELINES FOR FORMULATION OF A RESEARCH PROPOSAL

Researchers are requested to furnish a detailed research proposal covering the statement of the problem; the hypotheses to be tested, the definition of key concepts; the research design including the universe of the study, the sampling frame, type of sampling procedure, tools to be used for data collection, time schedule, staffing pattern and estimate of costs. A research proposal is a sort of a blueprint. A well-conceived research proposal helps in its efficient implementation. Every effort made to formulate a proper research proposal will, therefore, pay rich dividends.

Social Science Research is characterized by a diversity of theoretical perspective orientation, methodological strategy, data collection practice, and data analysis technique. It is therefore, not possible to indicate in a short space all the possible ways in which a research proposal can be framed. However, there are certain characteristics that are common to all research proposal. These characteristics are:

(a) Formulation of a problem for research;
(b) Delimiting the boundary of the proposed research and elaboration of its substantive components;
(c) Sources and method of data collection and
(d) Data analysis.

Given, these similar characteristics, individual research proposals will vary greatly in the selection of a problem and the delineation of subsequent steps necessary to complete the research. The selection of a problem depends on the inclination, training and experience of the research scholar. Whatever the problem one must take care to see that it is researchable. The two primary concerns of a research study are to know and/or to explain particular aspects of social reality. Whether one is motivated by the former or the latter will have an important bearing on how the research proposal is developed and designed. The former objective requires a kind of mapping out operation of, usually a segment of social reality in respect of certain characteristics supposed to be important. On the other hand, the purpose is to explain the occurrence of a particular social phenomenon, the emphasis is on why does that particular phenomenon occur and what factors explain its occurrence either in casual or associational terms. It is obvious then that these two types of researches require entirely different strategies.

Whatever the purpose of research it is apparent that the selection of essential characteristics for either mapping out a particular aspect of social reality or for explaining

its occurrence requires the placing of the problem and its dimensions in some context. This context must be provided by the accumulated social science knowledge, on the one hand, and the theoretical position one takes in regard to the problem and proceed on to locate it in some theoretical perspective and link it up with whatever social science findings exist in the area of enquiry. An overview of literature in the area of enquiry, therefore, becomes a crucial component of a research design. The

purpose of this overview of literature is not to list the number of published works, either all or a few known, but to call out important findings that relate to the substantive concern of the proposed research. This calling out of important findings is necessary for demonstrating the salience the problem itself, on the one hand, and illuminating the theoretical perspective one brings to bear on the problem of research, on the other, thereby helping in the cumulation of social science knowledge.

That there is an intimate relationship between the delineation of theoretical perspective and the overview of literature needs no demonstration. Theoretical perspective informs the overview of literature in terms of selection of scholarly works and of findings. In order to illustrate their relevance or insufficiency, for the enquiry into the problem at and whether the delineation of theoretical perspective precedes or follows the overview of literature is a matter of individual preference. However, what must be emphasized here is the necessity of linking up in some meaningful way of the overview of literature and the delineation of theoretical perspective. This is most important since it provides the backdrop for choosing the dimensions that must be explored for a particular enquiry.

Whether it is a descriptive or an explanatory research design, the problem taken up for investigation is invariably rooted in a complex and multifaceted social reality. It is, therefore, necessary to indicate aspects of social reality most relevant for that particular problem. The determination of the appropriate aspects takes its character from the theoretical perspective one adopts. This also describes the boundary of research and provides a basis for ascertaining the nature of data required for the conduct of enquiry.

Usually, the determination of the dimensions of a research enterprise is expressed in the language of concepts relating to particular domains of social reality. Since it is a concept or a domain that conjoins theoretical knowledge with empirical reality it is very important to clearly and precisely define the various concepts or domains proposed to be used in a research project. Also, since a concept or a domain represents an abstract on the empirical referents that constitutes the abstraction must be specified. In other words, the concepts and domains have to be operationalised so that the passage between concepts and their empirical referents is made easy and scientifically valid.

While a descriptive research design need not go beyond the delineation of dimension and their operationalization, explanatory research design must provide additional information on how the explanatory exercise is to be carried out. It should, first, indicate clearly the factors with the help of which one proposes to explain a particular phenomenon and second, enumerate hypothesized relationships among variables. In other words, the proposal must furnish an explanatory model containing variables limited with one another by some kind of interaction supposed to be taking place among them.

Thus, the determination of independent and dependent variables and formulation of appropriate hypotheses are the essential characteristics of an explanatory research design. The next step in a research design consists of the specification of the type of

data to be collected, the manner in which they are to be collected and the unit to which they pertain. The data to be collected may, depending upon the nature of the problem under investigation be found almost "readymade" in various types of secondary sources or it my have to be generated. In the former case the sources of required data must be indicated. In the case of the latter, construction of some kind of instruments such as questionnaire, schedule, etc. for data gathering becomes necessary. In certain cases data have to be collected through interview, observation or the use of informants. In any case, the manner in which data are to be collected must be specified. Also, the unit-individual, aggregate of some other identity about which data are to be collected-should also be indicated. In many cases it may not be possible to cover all the cases of a particular phenomenon even though it may seem desirable. The constraints of time and resources impose the necessity of selecting a few cases that may be deemed to be representing the entire class. Sampling then becomes an essential part of certain kinds of research designs. When sampling is an integral part of a research design, the sampling frame, sampling procedure and size must be clearly elaborated and an adequate justification should be provided for the choice. In certain other cases, especially in respect of case studies or exploratory studies, when the focus of study is just one unit, detailed justification for a particular unit must find a place in the proposal.

When requisite data have finally been gathered, the data must be recorded in such a fashion that data processing according to some analysis plan becomes easy. It should be pointed out that data collected for a particular purpose do not exhaust their possibilities when that purpose is served. The data can fruitfully be used by other scholars for secondary analysis. As such the recording of data must provide for the possibility of reuse by others. This is especially true of quantifiable or quantified data which when recorded in a machine-readable form can be easily used for re-analysis. It is therefore, necessary to put these data in machine-readable form. Especially in the case of an explanatory research design, the analysis plan indicating coding design, the procedure of construction of indices and scales, the use of various statistical techniques for testing the direction and strength of hypothesized relationships, etc. must be included in the research design.

The above discussion suggests that a proper research design should be formed on the basis of the following guidelines, which are only illustrative:

1. **The Title of the Project**

2. **Statement of the Problem**

   In the opening paragraphs of the research proposal, the problem to be investigated should be stated clearly and briefly. The key questions and the location of the problem in the theoretical context of the concerned discipline should be specified. The significance of the problem, the contribution which the proposed study is expected to make to theory and methodology as well as its practical importance and national relevance should be specifically indicated.

3. **Literature Review**

Summarizing the current status of research in the area including major findings, the project proposal should clearly demonstrate the relevance or insufficiency of the findings or approach for the investigation of the problem at hand.

4. The Conceptual Framework

Given the problem and the theoretical perspective for investigation of the problem, the proposal should clearly indicate the concepts to be used and demonstrate their relevance for the study. It should further specify the dimensions of empirical reality that need to be explored for investigating the problem.

5. Research Questions or Hypotheses

Given the conceptual framework and the specification of dimensions, the specific questions to be answered through the proposed research should be sharply formulated. In the case of an explanatory research design, specification of variables and posting of relationships among them through specific hypotheses must form a part of the research proposal.

6. Coverage

If in the light of the questions raised or the hypotheses proposed to be tested, sampling becomes necessary, full information on the following points should be given.

i. Universe of study
ii. Sampling frame
iii. Sampling procedure
iv. Units of observation and sampling size

If the study requires any control groups, these should be specifically mentioned. An explanation of the determination of size and type of sample will also be necessary. Proposals not requiring a sample selection should specify their strategy appropriately and describe its rationale.

7. Data Collection

The different types of data at are proposed to be gathered should be specifically mentioned. The sources for such type of data and the tools and techniques that will be used for collecting different types of data should be specified.

For questionnaire or schedule to be used, the following should be indicated:

i. Distribution of questionnaires or schedule in different sections e.g., identification data, socio-economic data, and questions on various sub-themes.
ii. Approximate number of questions to be asked from each respondent
iii. Any scaling techniques to be included in the instrument

iv. Any projective tests incorporated in the questionnaire/schedule
v. Approximate time needed for interview
vi. Any plans for index-construction
vii. Coding plan (whether the questions and responses will be pre-coded or not: whether the coding is done for computer or for hand tabulation)

For interviews, the following details should be given:

i. How are they to be conducted? (free association non-directive, focussed, direct or on telephone)
ii. Particular characteristics that interviews must have

For the use of observation techniques, describe:

i. The type of observation: participant, quasi-participant, non-participant
ii. Units of observation
iii. Whether this will be the only technique or whether other techniques will also be attempted.

8. Data Processing

The manner in which the different types of data will be processed, the tabulation plan and the types of data that will be processed through the computer, should be explained in detail.

9. Time Budgeting

The project should be broken up in suitable stages and the time required for the completion of each stage of work should be specified.

10. Organizational Framework

An organizational chart indicating the position, tasks, and number of persons, their level of qualifications to fill the different positions should be given.

11. Cost Estimation

The cost of the project is to be estimated in terms of total man-months and the facilities needed.

12. Relation with Social Policy Formulation
13. Tentative Chapterization
14. Action Plan and Tentative Budget
15. Bibliography/References

সংযোজনী : ৩

গবেষণা প্রস্তাবনার ছক :

(পিএইচডি, এমফিল, প্রমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

১. গবেষণা শিরোনাম (Title of the Research)
২. ভূমিকা (Introduction)
৩. সমস্যার বর্ণনা (Statement of the Problem)
৪. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the Study)
৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন (Formulation of Hypothesis/Research Questions)
৬. ধারনাগত কাঠামো (Conceptual Framework)
৭. সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature)
৮. গবেষণার গুরুত (Rationale of the Study)
৯. গবেষণার ক্ষেত্র (Scope of the Study)
১০. গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the Study)
১১. প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Output)
১২. সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা (Relation with Social Policy Formulation)
১৩. সম্ভাব্য অধ্যায় কাঠামো (Tentative Chapterization)
১৪. কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী (Work Plan and Tentative Budget)
১৫. গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography/References)

সংযোজনী : ৪ (ক)

পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে জমাকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে **গবেষকের প্রোফাইল:**

ক্যাটাগরী: **ফেলোশিপ**

গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম:

ফিল্ড:

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
গবেষকের পরিচয়	**জাতীয় জার্নালে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান/গবেষকের আর্টিক্যাল (ISSN নাম্বার উল্লেখপূর্বক)**	**আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান/গবেষকের আর্টিক্যাল (ISSN নাম্বার উল্লেখপূর্বক)**	**গবেষকের গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা (বছর)**	**গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে অথবা কোন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। (উল্লেখ করুন)**	**মন্তব্য (যদি থাকে)**
নাম: ঠিকানা: শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিষয় উল্লেখপূর্বক): পেশা: মোবাইল নাম্বার: এনআইডি নং ইমেইল:					

সংযুক্তিসমূহ:

০১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি

০২. টিআইএন সার্টিফিকেটের ফটোকপি

০৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি

০৪. ছবি (১ কপি)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক এবং তথ্যের বিপরীতে সকল উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে।

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

সংযোজনী ৪ (খ)

পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে জমাকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে **প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল:**

ক্যাটাগরী: **প্রাতিষ্ঠানিক**

গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম:

ফিল্ড:

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
প্রতিষ্ঠানের পরিচয়	**প্রধান গবেষকের পরিচয়**	**সহকারী গবেষক/গবেষকগণের পরিচয়**	**জাতীয় জার্নালে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান/ গবেষকের আর্টিক্যাল (ISBN নাম্বার উল্লেখপূর্বক)**	**আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠান/গবেষকের আর্টিক্যাল (ISSN নাম্বার উল্লেখপূর্বক)**	**প্রতিষ্ঠান/গবেষকের গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা (বছর)**	**মন্তব্য (যদি** থাকে)
নাম: ঠিকানা: ফোন: ইমেইল: রেজিস্ট্রেশন নাম্বার:	নাম: ঠিকানা: শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিষয় উল্লেখপূর্বক): পেশা: মোবাইল নাম্বার: এনআইডি নং ইমেইল:	নাম: ঠিকানা: শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিষয় উল্লেখপূর্বক): পেশা: মোবাইল নাম্বার: ইমেইল:				

সংযুক্তিসমূহ:

১. প্রতিষ্ঠানের জনবলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (অন্যুন ৪ পাতা)
২. প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন
৩. প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্ট সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ন
৪. প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ টিআইএন সার্টিফিকেটের ফটোকপি
৫. প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের ফটোকপি
৬. ছবি (২ কপি, গবেষকবৃন্দের)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক এবং তথ্যের বিপরীতে সকল উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে ।

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

সংযোজনী ৪ (গ)

পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে জমাকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে **গবেষকের প্রোফাইল:**

ক্যাটাগরী: **এমফিল/পিএইচডি**

গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম:

ফিল্ড:

০১	০২	০৩	০৪	০৫
গবেষকের পরিচয়	**থিসিস গ্রুপ (টিক চিহ্ন দিন)**	**নন-থিসিস গ্রুপ (টিক চিহ্ন দিন)**	**গবেষণা প্রকাশনা বা কোন ধরণের গবেষণা প্রবন্ধ (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) প্রকাশনা (উল্লেখ করুন)**	**মন্তব্য (যদি থাকে)**
নাম: ঠিকানা: বয়স (জন্ম তারিখ): শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয় এবং রেজাল্ট উল্লেখপূর্বক): পেশা: মোবাইল নাম্বার: ইমেইল:				

সংযুক্তিসমূহ:

০১.ছবি (১ কপি)
০২. গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত
০৩. সুপারভাইজারের জীবন বৃত্তান্ত
০৪. সুপারভাইজারের প্রত্যয়নপত্র
০৫. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
০৬. এনরোলম্যান্টের/রেজিস্ট্রেশনএর কপি
০৭. NOC (সরকারি চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে)
০৮. অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আলোচ্য গবেষণার জন্য মঞ্জুরি পাননি মর্মে ঘোষণাপত্র
০৯. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি
১০. প্রকাশনার কপি
১১. থিসিস গ্রুপ সম্পর্কিত কাগজপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক এবং তথ্যের বিপরীতে সকল উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে ।

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

সংযোজনী ৪(ঘ)

পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে জমাকৃত গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে **গবেষকের প্রোফাইল:**

ক্যাটাগরী: **প্রমোশনাল**

গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম:

ফিল্ড:

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
গবেষকের পরিচয়	**থিসিস গ্রুপ (ঠিক চিহ্ন দিন)**	**নন-থিসিস গ্রুপ (ঠিক চিহ্ন দিন)**	**জাতীয়/আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষকের আর্টিক্যাল (ISBN/ISSN নাম্বার উল্লেখপূর্বক)**	**গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে অথবা কোন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। (উল্লেখ করুন)**	**মন্তব্য (যদি থাকে)**
নাম: ঠিকানা: বয়স: শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয় এবং রেজাল্ট উল্লেখপূর্বক): পেশা: মোবাইল নাম্বার: ইমেইল:					

সংযুক্তিসমূহ:

০১. তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র (সংযোজনী-২২)
০২. তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগপত্র
০৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (গবেষক+তত্ত্বাবধায়ক)
০৪. গবেষকের টিআইএন সার্টিফিকেটের ফটোকপি
০৫. ছবি (২ কপি, গবেষক+তত্ত্বাবধায়ক)
০৬. জীবন বৃত্তান্ত (গবেষক+তত্ত্বাবধায়ক)
০৭. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক এবং তথ্যের বিপরীতে সকল উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে।

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

সংযোজনী-০৫

গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

(মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ওয়েটেজ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করুন) ।

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর									মোট
		০৫	১০		২০				১৫		৫০
		১-৫	১-১০		৫	৫	৫	৫	৮	৭	
০১.	গবেষণার শিরোনাম ও বিষয় নির্বাচন		×	×	×	×	×	×	×	×	
০২.	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	×			×	×	×	×	×	×	
০৩.	গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো	×	×	×					×	×	
০৪.	নীতি প্রণয়ন	×	×	×	×	×	×	×			
০৫.	মোট নম্বর										

০১. **গবেষণার শিরোনাম ও বিষয় নির্বাচনঃ** (মান ১-৫)

০২. **বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাঃ** (মান ১-১০)

০৩. **গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামোঃ** (মান ১-২০)

৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্যে; (Objective) ও গবেষণার পদ্ধতি; (Methodolog)

৩.২ গবেষণার কাঠামো; (Framework)

৩.৩ গবেষণার পরিধির; (Scope of Work)

৩.৪ বাজেট (Budget)

০৪. **নীতি প্রণয়নঃ** (মান ১-১৫)

৪.১ গবেষণা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রণয়নযোগ্য নীতির সম্পৃক্ততা;

৪.২ প্রণয়নযোগ্য নীতির পরিধির ব্যাপ্তি;

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

সংযোজনী-০৬

গবেষণা প্রস্তাবনা (প্রোফাইল) বাছাই প্রক্রিয়া

বিষয়: ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা মূল্যায়নের মান নির্ণায়ক এবং মান বন্টন

<table>
<tr><td colspan="5">ক্যাটাগরি: প্রমোশনাল</td></tr>
<tr><td colspan="3">যোগ্যতা: ২০</td><td colspan="2">অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৩০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>পরিমাক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td>১</td><td>বয়স (৪০ বছরের নীচে)/সরকারি চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য</td><td>০৩</td><td>থিসিস গ্রুপ</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>২</td><td>পেশা</td><td>০৩</td><td>নন থিসিস</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা</td><td>০৩</td><td rowspan="2">জার্নালে প্রকাশনা রয়েছে এমন গবেষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা</td><td>
<table>
<tr><td>সম্মান: ৪</td><td></td><td>স্নাতকোত্তর: ৬</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়/সমমান</td><td>১</td><td>৩য়/সমমান</td><td>১</td></tr>
<tr><td>২য়/সমমান</td><td>৩</td><td>২য়/সমমান</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>১ম/সমমান</td><td>৪</td><td>১ম/সমমান</td><td>৬</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>ও পিএইচডি/সমমান ডিগ্রি রয়েছে এমন গবেষকের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।</td><td>০১</td><td>গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে অথবা কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গবেষণা গ্রহণ করেছেন।</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">ক্যাটাগরি: ফেলোশিপ</td></tr>
<tr><td colspan="3">যোগ্যতা: ২০</td><td colspan="3">অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৩০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরিমাক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td colspan="2">মান</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)</td><td colspan="2">০৫</td></tr>
<tr><td>১</td><td>পেশাগত ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী)
নীতিমালা অনুযায়ী না হলে মন্তব্যে লিখতে হবে</td><td>০৫</td><td></td><td colspan="2">৮ বছরের কম-০
৮ বছর-৪
৮ বছরের অধিক-৫</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী)
নীতিমালা অনুযায়ী না হলে মন্তব্যে লিখতে হবে।
বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত না হলে বাতিল লিখতে হবে।</td><td>০৩</td><td colspan="3">জার্নালে প্রকাশনা-২০
<table><tr><td>জার্নালের ধরন</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr><tr><td>দেশীয় (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr><tr><td>আন্তর্জাতিক (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা
স্নাতকোত্তর/এমফিল/পিএইচডি/সমমান ডিগ্রী অথবা গবেষণা কাজে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে বাতিল</td><td>১২
<table><tr><td colspan="2">স্নাতকোত্তর</td><td colspan="2">এমফিল ও পিএইচডি /সমমান</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>এমফিল/সমমান</td><td>০৯</td></tr><tr><td>২য়</td><td>০৭</td><td></td><td></td></tr><tr><td>১ম</td><td>০৮</td><td>পিএইচডি/সমমান</td><td>১২</td></tr></table></td><td>গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ</td><td colspan="2">০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

ক্যাটাগরি: এমফিল এবং পিএইচডি			
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা-৫০			
পরিমাপক ক্ষেত্র	মান	পরিমাপক ক্ষেত্র	মান
১. শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩০	৩. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস জমাদান	৫
১ক. স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ১ম/সমমান ২য়/সমমান ৩য়/সমমান	 ১৫ ১২ ৮	৩ক. থিসিস গ্রুপ	৫
১ খ. স্নাতকোত্তর ১ম/সমমান ২য়/সমমান ৩য়/সমমান	 ১৫ ১২ ৮	৩খ. নন থিসিস গ্রুপ	২
২. স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয় নীতিমালা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ (সামাজিকবিজ্ঞান সম্পর্কিত)	৫	৪. গবেষণা প্রকাশনা বা কোনো ধরনের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা	১০

(নাম, পরিচয়সহ স্বাক্ষর)

<table>
<tr><td colspan="5">ক্যাটাগরি: প্রাতিষ্ঠানিক</td></tr>
<tr><td colspan="5">যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৫০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">১</td><td rowspan="2">নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ধরনের সম্পৃক্ততা</td><td rowspan="2">০৫</td><td>গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>২ বছরের কম- ৩
২-৩ বছর-৪
৩ বছরের অধিক-৫</td></tr>
<tr><td>২</td><td>নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের

কার্যগত সম্পৃক্ততা</td><td>০৫</td><td colspan="2">জার্নালে প্রকাশনা-২০
<table>
<tr><td>জার্নালের ধরণ</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td>দেশীয় (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">৩</td><td rowspan="2">প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে গবেষকের যোগ্যতা অনুযায়ী সংখ্যা</td><td>১৫</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>যোগ্যতা</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">স্নাতকোত্তর</td><td>১-৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>৩+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এমফিল</td><td>১-২</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>২+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পিএইচডি</td><td>১</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>২</td><td>৫</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

সংযোজনী:৭

ফেলোশিপ:

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল।

২ **প্রথম পক্ষঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর উপসচিব/সহকারী পরিচালক ।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ (নাম:**
পদবী:
বর্তমান কর্মস্থল:
বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা, NID No, Mobile No, Email, TIN No.

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (সংযোজনী-৩) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, ... শীর্ষক **ফেলোশিপ** গবেষণা কার্যটি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ২৪ **(চব্বিশ) মাস** সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) নীতিমালার সংয়োজনী (১-২২) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ..... (কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরীভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা।

গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম Power Point Presentation /ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে। সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪) ।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ (ষাট) অর্থাৎ (.....) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণাটি সফলভাবে সম্পাদন শেষে মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি, অন্যান্য শর্তাবলী পুরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে (সংযোজনী-১২) ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪)।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত (সংযোজনী-৮) অনুযায়ী এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। তবে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। সময় বৃদ্ধির বিষয়টি চুক্তিমতে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন।

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদসংগে সংযুক্ত সংযোজনী-১২ তে ০৩ (তিন) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন;

(ঞ) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে ইস্যু করা হইবে।

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ণ) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত যে কোন ক্যাটাগরীতে চুক্তিবদ্ধ কোন গবেষক এ পরিষদের অন্য কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে পারিবেন না কিম্বা কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলে নিজে কোন গবেষণা করিতে পারিবেন না। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে তার চুক্তিপত্র বাতিল হইবে এবং সরকারের গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে হইবে ।

(ত) গবেষককে গবেষণার একটি পলিসি নোট ও Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজী) চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হইবে।

(থ) গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত /গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(১ম পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(২য় পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :

সংযোজনী:৭ (প্রাতিষ্ঠানিক)

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

২ প্রথম পক্ষঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক ।

৩ দ্বিতীয় পক্ষ (প্রতিষ্ঠান প্রধান) :

নাম	:
পদবী	:
বর্তমান কর্মস্থল	:
NID	:
mobile	:
Email	:
TIN	:

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (সংযোজনী-৩) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, (গবেষণা শিরোনাম লিখতে হবে.....) শীর্ষক (ক্যাটাগরী) গবেষণা কার্যটি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ..... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) নীতিমালার সংয়োজনী (১-২২) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ... (কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) **প্রথম কিস্তিঃ** মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২০ (বিশ) অর্থাৎ (.....) টাকা ।
কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের ২০ (বিশ)) ভাগ সম্পাদন অর্থাৎ প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদানের শেষে । সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪) ।

(২) **দ্বিতীয় কিস্তিঃ** মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা ।
কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের ৬০ (ষাট) ভাগ সম্পাদন অর্থাৎ Power Point Presentation/ ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে । সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪) ।

(৪) তৃতীয় বা শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা ।
কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণাটি সফলভাবে সম্পাদন, অর্থাৎ Power Point Presentation/ ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এব অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের

অনুমোদন প্রাপ্তি, শর্তাবলী পুরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে সংযোজনী-১২ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪)। গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ডিসেমিনেশন করা যেতে পারে।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৮ অনুযায়ী একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে দ্বিতীয় পক্ষ সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। সময় বৃদ্ধির বিষয়টি চুক্তিমতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মর্মে গণ্য করা হইবে। তবে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কোন আবেদন বিবেচনা করা হইবে না।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে এম,ফিল/পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-১২-তে ০৩ (তিন) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্ট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন;

(ঞ) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ

প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে/প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী একাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হইবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে;

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ণ) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত যে কোন ক্যাটাগরীতে চুক্তিবদ্ধ কোন গবেষক এ পরিষদের অন্য কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন না কিম্বা কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলে নিজে কোন গবেষণা করতে পারবেন না। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে তার চুক্তিপত্র বাতিল হবে এবং সরকারের গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ত) গবেষককে গবেষণার একটি পলিসি নোট ও Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজী) সংযুক্ত করতে হইবে।

(থ) গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত /গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই

গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে । তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(১ম পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(২য় পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :

সংযোজনী:৭ **(প্রমোশনাল)**

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

২ প্রথম পক্ষঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক ।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ**
(নামঃ
পদবীঃ
বর্তমান কর্মস্থলঃ
বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা, NID NO, mobile No, Email. টিআইএন)

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (সংযোজনী-৩) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, (গবেষণা শিরোনাম লিখতে হবে.....) শীর্ষক (--ক্যাটাগরী) গবেষণা কার্যটি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ..... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) নীতিমালার সংয়োজনী (১-২২) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ .(কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরীভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম Power Point Presentation/ ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে। সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে (সংযোজনী-১৪) ।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তিঃমোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা ।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং বিল-ভাউচার প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে (সংযোজনী-১২, ১৪)

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৮ তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে

বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে দ্বিতীয় পক্ষ সময় বৃদ্ধির, আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। সময় বৃদ্ধির বিষয়টি চুক্তিমতে অন্তভুক্ত হয়েছে মর্মে গণ্য করা হইবে । তবে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কোন আবেদন বিবেচনা করা হইবে না ।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন।

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-১২-তে ০৩ (তিন) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্ট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন;

(ঞ) এই চূক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক এর (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে ইস্যু করা হইবে।

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি

করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ণ) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত যে কোন ক্যাটাগরীতে চুক্তিবদ্ধ কোন গবেষক এ পরিষদের অন্য কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন না কিম্বা কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলে নিজে কোন গবেষণা করিতে পারিবেন না । এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে তার চুক্তিপত্র বাতিল হইবে এবং সরকারের গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ত) গবেষককে গবেষণার একটি পলিসি নোট ও Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজী) সংযুক্ত করিতে হইবে।

(থ) গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত /গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে । তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী)	(১ম পক্ষ)
	নাম :	নাম :
	পদবী :	পদবী :
	ঠিকানা :	ঠিকানা :
	মোবাইল নম্বর :	মোবাইল নম্বর :
	এনআইডি নম্বর :	এনআইডি নম্বর :
	ই-মেইল :	ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী)	(২য় পক্ষ)
	নাম :	নাম :
	পদবী :	পদবী :
	ঠিকানা :	ঠিকানা :
	মোবাইল নম্বর :	মোবাইল নম্বর :
	এনআইডি নম্বর :	এনআইডি নম্বর :
	ই-মেইল :	ই-মেইল :

সংযোজনী:৭ পিএইচডি:

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

২ **প্রথম পক্ষঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর পক্ষে উপসচিব/ সহকারী পরিচালক ।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ (নাম)**
পদবী:
বর্তমান কর্মস্থল:
বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা, NID NO, mobile No, Email. টিআইএন

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (সংযোজনী-৩) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, (গবেষণা শিরোনাম লিখতে হবে.....) শীর্ষক (ক্যাটাগরী) গবেষণা কার্যটি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ..... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) নীতিমালার সংয়োজনী (১-২২) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ .(কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরীভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে । সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে সংযোজনী-১৪ ।
(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পর ।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৮ তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে । এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন । তবে

কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির, আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। সময় বৃদ্ধির বিষয়টি চুক্তিমতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মর্মে গণ্য করা হইবে। তবে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-১২ তে ০৩ (তিন) প্রস্ত গবেষণা সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্‌ট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন; উক্ত কাগজাদি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ ও সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের কপি দাখিল করিত হইবে।

(ঞ) এই চূক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক এর (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে ইস্যু করা হইবে।

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ণ) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত যে কোন ক্যাটাগরীতে চুক্তিবদ্ধ কোন গবেষক এ পরিষদের অন্য কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন না কিম্বা কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলে নিচে কোন গবেষণা করতে পারবেন না। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে তার চুক্তিপত্র বাতিল হবে এবং সরকারের গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ত) গবেষককে গবেষণার একটি পলিসি নোট ও Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজী) সংযুক্ত করিতে হইবে।

(থ) গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত /গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী)	(১ম পক্ষ)
	নাম :	নাম :
	পদবী :	পদবী :
	ঠিকানা :	ঠিকানা :
	মোবাইল নম্বর :	মোবাইল নম্বর :
	এনআইডি নম্বর :	এনআইডি নম্বর :
	ই-মেইল :	ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী)	(২য় পক্ষ)
	নাম :	নাম :
	পদবী :	পদবী :
	ঠিকানা :	ঠিকানা :
	মোবাইল নম্বর :	মোবাইল নম্বর :
	এনআইডি নম্বর :	এনআইডি নম্বর :
	ই-মেইল :	ই-মেইল :

সংযোজনী:৭ এমফিল:

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

২ **প্রথম পক্ষঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর পক্ষে উপসচিব/সহকারী পরিচালক ।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ**
নাম:
পদবী:
বর্তমান কর্মস্থল:
বর্তমান ঠিকানা :
স্থায়ী ঠিকানা:
NID:
mobile:
Email:
টিআইএন:

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (সংযোজনী-৩) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, (গবেষণা শিরোনাম লিখতে হবে.....) শীর্ষক (ক্যাটাগরী) গবেষণা কার্যটি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ..... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) নীতিমালার সংয়োজনী (১-২২) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ .(কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরীভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে । **(সংযোজনী-১১ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে সংযোজনী-১৪) ।**

(২) **দ্বিতীয়/শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা ।** কিস্তি প্রদানের শর্ত: চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পর (সংযোজনী-১২ ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে সংযোজনী-১৪) ।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৮ তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০

(ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে এম,ফিল/পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-১২ -তে ০৩ (তিন) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্ট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন; ।

(ঞ) এই চূক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক এর (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে ইস্যু করা হইবে।

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য

চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

(ণ) সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত যে কোন ক্যাটাগরীতে চুক্তিবদ্ধ কোন গবেষক এ পরিষদের অন্য কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন না কিম্বা কোন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হলে নিচে কোন গবেষণা করতে পারবেন না। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে তার চুক্তিপত্র বাতিল হবে এবং সরকারের গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ত) গবেষককে গবেষণার একটি পলিসি নোট ও Executive Summary (বাংলা ও ইংরেজী) সংযুক্ত করতে হবে।

(থ) গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত /গৃহীত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে । তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(১ম পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(২য় পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :

সংযোজনী : ৮

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করিতেছি যে, গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান .....কর্তৃক পরিচালিত (শিরোনাম লিখতে হবে.)..... -শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কর্মটির জন্য.....টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে ।

জামানতদাতা হিসাবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অগ্রিম অর্থ বাবদ.....টাকা বা ক্ষেত্রমত অব্যবহৃত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব ।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর	
স্বাক্ষর	**:**
নাম	**:**
পদবী	**:**
ঠিকানা	**:**
মোবাইল নম্বর	**:**
এনআইডি নম্বর	**:**
ই-মেইল	**:**

স্বাক্ষর ও তারিখ

সংযোজনী-৯
গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
ssrc.planningdivision@yahoo.com

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন রিপোর্ট

ক. গবেষণা এবং গবেষক সম্পর্কিত তথ্য:

১. গবেষণা শিরোনাম:
২. গবেষকের নাম:
৩. চুক্তির মেয়াদ:
৪. গবেষণার ধরন: প্রমোশনাল ☐ ফেলোশিপ ☐ প্রাতিষ্ঠানিক☐
৫. মেয়াদ:

[নির্দেশনা: (১) গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা এবং গবেষণা উদ্দেশ্যের সাথে অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণা ফলাফল শৃঙ্খলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করে নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করতে হবে। (২) গবেষণা প্রতিবেদন যে কোন পরিমার্জন/ভুল সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট স্থানে দাগাঙ্কিত এবং উল্লেখ করতে হবে। (৩) মূল্যায়ন পরবর্তী গবেষণা প্রতিবেদনটি ১৫ দিনের মধ্যে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগে যে কোন মাধ্যমে জমাদান করতে হবে।

উদ্দেশ্যের ক্রমসংখ্যা	গবেষণা উদ্দেশ্যসমূহ (ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)	গবেষণা উদ্দেশ্য পূরণে যথাযথভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)	উত্তর না হলে, গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে কী সমস্যা রয়েছে উল্লেখ করুন	গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধ্যায় শিরোনাম, বিষয়বস্তু ও ফলাফল (Findings), সুপারিশ (Recommendation), রেফারেন্স যথাযথ কিনা তা গবেষণা প্রতিবেদনে পরিমার্জন/ভূল বিষয়ে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট মন্তব্য লিখুন
১	২	৩	৪	৫
১				

২				
৩				
৪				
৫				

গ. গবেষণার মান ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত তথ্য:

(১) গবেষনার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার উন্মুক্ত মতামত প্রকাশ করুন;

(২) গবেষণাটি প্রকাশনা এবং নীতি প্রণয়ন বা সংস্কারে যোগ্য কিনা এ বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন:

(৩) গবেষণার শিরোনাম অনুযায়ী উদ্দেশ্য যথাযথ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য

(৪) গবেষণার উদ্যেশ অনুযায়ী মেথোডোলজী সঠিক ছিল কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য

(৫) গবেষণার সুপারিশসমূহ সরকারের পলিসির সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েছে কিনা

(৬) গবেষণাটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় কিনা এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট মতামত লিখুন:

মূল্যায়নকারীর সিলসহ স্বাক্ষর
(ইমেইল ও মোবাইল নম্বর)

সংযোজনী-১০
গবেষণা পরীবিক্ষণ টুলস
পরীবিক্ষণ কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান):
পরীবিক্ষণ এলাকা:
তারিখ:
সরকারি আদেশ নম্বর:
গবেষণা শিরোনাম:
গবেষক:
সময়কাল (চুক্তি স্বাক্ষর):

ক্রমিক নং	গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত উত্তর দাতার নাম, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর	গবেষণা সম্পর্কিত মন্তব্য (ফটোগ্রাফসহ)
১		
২		
৩		
৪		
৫		

সংযোজনী:১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ

২। **যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত (Affiliated) থাকিয়া গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হইতেছে উহার নামঃ .....**

৩। **(ক) গবেষক/প্রকল্প পরিচালক-এর নামঃ.....**
(খ) এই গবেষণায় যেসব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণঃ .....

৪। **গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ .....**

৫। **(ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ .....**
(খ) এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ .....
(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ .....

৬। **গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যাহা অনুমোদন করা হইয়াছিল সেইগুলির বিবরণঃ**

৭। **গবেষণা কার্যে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হইয়াছে, সেইগুলির বিবরণঃ**

৮। **গুণাগুন ও পরিমাণের ভিত্তিতে এই যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফলঃ**

৯। **এই পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ দিতে হইবে) .....**

১০। **উপসংহারঃ**

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর
তারিখঃ

গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
তারিখঃ

৮, ৯ ও ১০ নম্বর ক্রমিক নম্বর সমূহের তথ্যাদি গবেষণা প্রকল্পটির অগ্রগতি যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

সংযোজনী: ১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ

২। গবেষক/প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা এবং সনঃ

৩। বস্তু-সংক্ষেপঃ

(এক হাজার শব্দের মধ্যে অবশ্যই Soft copy জমা দিতে হবে)

৪। সূচনা ও পটভূমিঃ

(এতদ বিষয়ে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহঃ

৬। ফলাফল ও আলোচনাঃ

(সারণী, লেখ-চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যাহা প্রয়োজনীয়, এইরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করিতে হইবে)

৭। Recommendation

৮। Policy Recommendation

৯। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর
তারিখঃ

গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
তারিখঃ

সংযোজনী-১৩
গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটির কাঠামো এবং কার্য-পরিধি

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সভাপতি
২.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (একজন সদস্য পদমর্যাদার প্রতিনিধি)	সদস্য
৩.	মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (এসএসআরসি), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬.	প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	ডিন/প্রতিনিধি, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	ডিন/প্রতিনিধি, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯.	উপসচিব , সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১০.	সহকারী পরিচালক, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১১.	গবেষণা কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য-সচিব

০২। কমিটির কার্যপরিধি:

(১) বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ, গবেষণা পরিচালনা, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

(২) বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার বিষয়বস্তু চূড়ান্তকরণ, গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই, ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ে সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন;

(৩) বাংলাদেশ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;

(৪) উপর্যুক্ত সকল বিষয় যাচাই-বাছাই ও আর্থিক মঞ্জুরির পরিমান নির্ধারণ এবং

(৫) সরকার কর্তৃক অর্পিত এ বিষয়ে অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব ।

(৬) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য কো-অপট করতে পারবে ।

০৩। অর্থ বিভাগের আদেশ মোতাবেক এসএসআরসির ২জন কর্মচারী সহায়ক সদস্য হিসেবে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করবে ।

সংযোজনী -১৪
বাজেট/বিল ভাউচারের টপসিট

গবেষকের নাম:	
গবেষণার শিরোনাম:	
ক্যাটাগরি:	
জিও নং ও তারিখ:	
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	
টিআইএন নম্বর	

মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল:	
বিল জমাদানের তারিখ:	

ক্রমিক নং	ভাউচার নং	ব্যয়ের ক্ষেত্র (পরিমাণ)	ব্যয়ের বিবরণ	বরাদ্দকৃত মঞ্জুরি	কিস্তিতে উত্তোলনকৃত মঞ্জুরি		দাবীকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট
					প্রাথমিক	চূড়ান্ত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	১.	গবেষকের সম্মানী (গবেষণার মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৩০%)	গবেষক/গবেষক গণের সম্মানী যেমন: প্রাতিষ্ঠানিক এবং ফেলোশিপের ক্ষেত্রে ১ জন বা একাধিক গবেষক থাকতে পারে; প্রমোশনাল, এমফিল এবং পিএইচডি ক্ষেত্রে ১ জন করে গবেষক থাকবে।					
২.	২.	তথ্য সংগ্রহ : গবেষকের সহকারী অথবা গবেষক নিজেও হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে গবেষক সম্মানী পাবে না (গবেষণার মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৫০%)	(১) প্রশ্নপত্র ডেভলপ এবং মুদ্রণ, ফটোকপি ইত্যাদি					
			(২) ডকুমেন্ট ক্রয় সেকেন্ডারী মেটেরিয়াল সংগ্রহ					
			(৩) স্টেশনারী ক্রয় গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ।					

			(৪) ল্যাবরেটরী ব্যয়					
			(৫) তথ্য সংগ্রহকারীর পারিশ্রমিক					
			(৬) ভ্রমণ ব্যয়					
			(৭) অন্যান্য ব্যয় (এফডিজিসহ)					
৩.	৩.	তথ্য বিশ্লেষণ (গবেষণার মঞ্জুরিকৃত অর্থের ১০%)	ডাটা এন্টি অপারেটরের পারিশ্রমিক					
৪.	৪.	রিপোর্ট প্রণয়ন (গবেষণার মঞ্জুরিকৃত অর্থের ১০%)	১ কপি কালারসহ মোট ৫ কপি থিসিস ফটোকপি, বাঁধাই, সিডি, প্রিন্ট					

ছবি

সংযোজনী -১৫

প্রশিক্ষণ কোর্সের চুক্তিনামা

এই চুক্তিনামা অদ্য..... তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত হল ।

প্রথম পক্ষঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তার প্রতিনিধিত্ব করবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর উপসচিব/সহকারী পরিচালক ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ (প্রতিষ্ঠানের নাম)- এর পক্ষে (প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, পদবী, ঠিকানা)

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সংযোজনী ১৭ (প্রশিক্ষণ প্রস্তাবনা ও বাজেট)-তে উল্লেখিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী (প্রশিক্ষণ কোর্সের শিরোনাম)-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ৬০ (ষাট) ঘন্টা মেয়াদের মধ্যে সম্পাদন করতে সম্মত হয়েছেন সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নলিখিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

শর্তাবলী

(ক) সংযোজনী ১৭ '(প্রশিক্ষণ প্রস্তাবনা ও বাজেট) এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এতে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কোর্স এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত হবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সরকার নির্ধারিত হারে ট্যাক্স ও ভ্যাট আদায়সহ -----/- (কথায়) টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ০২ (দুই) কিস্তিতে প্রদান করবে;

(গ) মঞ্জুরিকৃত টাকার কিস্তিগুলি হবে নিম্নরূপ:

(১) প্রথম কিস্তি (মোট মঞ্জুরির শতকরা ৫০ ভাগ) (------ কথায়) টাকা তাদের চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রিম প্রদান করা হবে । অগ্রিম হিসেবে গৃহিত অর্থ বিল ভাউচার জমাদান সাপেক্ষে চলতি অর্থবছরের মধ্যেই আবশ্যিকভাবে সমন্বয় করতে হবে ।

(২) দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত কিস্তি (মোট মঞ্জুরির শতকরা ৫০ ভাগ) (----- কথায়) টাকা সফলভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদনের পর প্রথমপক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এই মর্মে সনদ এবং বিল ভাউচারাদি প্রাপ্তির পর প্রদান করা হবে ।

(ঘ) প্রশিক্ষণ কোর্সটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হতে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে । কোর্সটি সমাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

(ঙ)এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় সম্পাদিত কোর্স মডিউলসমূহ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য এ পরিষদের (১ম পক্ষ) সংরক্ষণের জন্য (ssrc.planningdivision@yahoo.com) এই ইমেইল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে;

(চ) এই চুক্তির অধীনে সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত প্রতিবেদন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে । এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনটি ১ম পক্ষের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে ।

(ছ) ২য় পক্ষ প্রয়োজন মনে করলে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ হতে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে;

(জ) নির্দিষ্ট বাজেটে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই দ্বিতীয় পক্ষ কোর্সটির আয়োজন ও সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় ভার দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরত প্রদান করবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন;

(ঝ) প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তের পর ২য় পক্ষ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক জারিকৃত "গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান" সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন প্রশিক্ষণার্থীর গবেষণা প্রস্তাবনার সুপারিশ করবে।

ক্রমিক নং	স্বাক্ষী	পক্ষ (নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইল নাম্বার)
০১.	(১ম পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(১ম পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :
০২.	(২য় পক্ষের স্বাক্ষী) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :	(২য় পক্ষ) নাম : পদবী : ঠিকানা : মোবাইল নম্বর : এনআইডি নম্বর : ই-মেইল :

সংযোজনী -১৬

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করছি যে, (প্রতিষ্ঠানের নাম) কর্তৃক পরিচালিত '(প্রশিক্ষণের শিরোনাম)'-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের জন্য ----- (কথায়) টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানতকারী হিসাবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের ভিতর উক্ত অগ্রিম বা ক্ষেত্রমত এর অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর	
স্বাক্ষর	:
নাম	:
পদবী	:
ঠিকানা	:
মোবাইল নম্বর	:
এনআইডি নম্বর	:
ই-মেইল	:

সংযোজনী -১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ssrc.portal.gov.bd

প্রশিক্ষণ প্রস্তাবনা ও উপস্থাপনা ছক

১	প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণের নাম	
২	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	
৩	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী) ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য	
৪	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের (ছবিসহ) নাম, পদবী ও টেলিফোন নম্বর	
৫	উল্লেখিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ	
৬	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	৬০ ঘন্টা (প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিন, প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা করে)
৭	কোর্স ক্রম	
৮	অনুষ্ঠানের তারিখ	
৯	কোর্সের প্রকৃতি	
১০	প্রশিক্ষকদের পর্যায় (প্রত্যেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন জীবন বৃত্তান্তসহ)	
১১	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
১২	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায় (বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মপ্রকৃতিসহ)	
১৩	প্রশিক্ষণার্থীদের মনোনয়ন আহ্বান ও তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি ও কৌশল উল্লেখ করন	
১৪	কোর্সের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	
১৫	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	
১৬	সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী (বিস্তারিত পাঠ্যসূচী সংযোজিতে পেশ করুন)	
১৭	অবকাঠামোগত আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিবরণ (ক্লাসরুম, অডিওভিজুয়াল উপকরণাদি, প্রভৃতির বিবরণী)	
১৮	প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে কোন কোর্স ফি নেয়া হবে কিনা, হলে তার হার	
১৯	বাজেট (খাত ওয়ারী বিভাজনসহ)	
২০	প্রশিক্ষণটি মূল্যায়নের পদ্ধতি	
২১	প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী	

নামসহ স্বাক্ষর

(Training Title)

PROSPECTUS

1. **Objects**
2. **Scopes**
3. **Duration of the Training Course:**
4. **Starting date of the training course:**
5. **Budget**

Estimated Budget for 60 hrs

S.L No.	Items of Expenditure	Amount in Taka
1.	Folder and Bags for the Participants	
2.	Printing/Photocopy of Training Materials	
3.	Honorarium of the Specialized Speakers	
4.	Stationaries (pens, pencils, etc.)	
5.	Printing of Certificate and Envelops and Others	
6.	Refreshment of Speakers and Participants	
7.	Opening and Closing Ceremony	
8.	Honorarium of the Officer and Office Staffs	
9.	Honorarium of Chief Course Coordinator	
	Honorarium of Guests	
10.	Course Design	
11.	Conveyance and Contingencies	
12.	Advertisement Cost	
13.	Online data (Internet+software)	
14.	**Total**	
15.	**Vat+Tax on average (As per govt. rules)**	
16.	**Grant Total**	

*Participants:
Speakers:
Staffs:

6. Syllabus:

Phase 'A'

Standard techniques and operational significance for the purposes of research -

1. Basic methods of social science research.
2. Identification of Research Problems and Formulation of Research Design
3. Writing research proposals
4. Techniques of Data Collection, Sources of Secondary Data, Primary Data Collection by Interview, Observation, Case Studies, Tabulation, Techniques of Analysis, Models, Sampling, Correlation, Tests, Time Series Analysis, Project Appraisal, Report Writing - Elementary Problems.
5. Alternative Methods in Social Research, Comparative Appropriateness of such Techniques of Research in different disciplines.

Phase 'B'

- Practical exercise with dataset, derivation of findings and analysis of findings
- Use of software like Excel, SPSS and STATA

Phase 'C'

- Development of Research Report
- Lecture, group exercises, individual exercises, presentation and finalization of Report.

Each participant will work with a given dataset in a group and using software will analyze the data and prepare results in line with a given problem. They will need to prepare a group report which they will present in a session. Successful completion and presentation of the report are mandatory to get the certificate.

CONFIDENTIAL

Training Institute

Training Title

Evaluation of Participant

1. How was the duration of the course (tick one) | Too long | Too short | About right |

2. How did you find the work load | Too much | Too little | About right |

3. If you were to plan this course, what addition or alternations would you have made with regard to the course contents distribution between lectures and practical work? Please be brief and to the point.

_____

_____

4. Did you get adequate support during the computer lab work?

_____

_____

5. Do you have any suggestion about the management and manners of the employees including the Course Coordinator.

_____

_____

6. Please name two or three Resource persons whose lectures appear to you to have been most useful and interesting.

(a) _____ (b) _____

(c) _____

7. On the whole, if you have any additional suggestion, opinion or comment regarding this course, please write here, and if needed please use additional sheet.

Training Completion Report

Course Title:

Course Duration:

Submitted to:

Submitted by:

Background:

Training Schedule:

Session	Speaker	Topic	Date	Day	Time

Facilitators list:

Serial	Name & Designation	Phone	Email	Area of Interest

Participants List:

Serial	Name & Address	Education Qualification	Current Position	Contact no.	Email

Closing Remarks:

Photos:

সংযোজনী -১৮

নির্বাচনের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদন

০১	প্রতিষ্ঠানের নাম/ ঠিকানা	
০২	প্রতিষ্ঠান পরিচালকের নাম	
০৩	প্রতিষ্ঠানের মোট জনবল কাঠমো (পদবীসহ)*(ক) ১ম শ্রেণী (খ) ২য় শ্রেনী, (গ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী	
০৪	প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম;	
০৫	অবকাঠামোগত সুবিধা (ক্লাসরুম, অডিওভিজুয়াল উপকরণাদি, প্রভৃতির বিবরণী)	
০৬	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্যান্যদের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (পিএইচডি ও এমফিল গবেষক কতজন)	
০৭	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার শিরোনাম এবং সমাপ্তি বছর	
০৮	প্রস্তাবিত গবেষণার শিরোনাম	
০৯	প্রতিষ্ঠানের কোন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হলে প্রকাশিত জার্নালের নাম	
১০	দেশী/ আন্তার্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রমের (যদি থাকে) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
১১	পরিদর্শকের নাম ও পদবী	
১২	পরিদর্শনের তারিখ:	
১৩	পরিদর্শকের মতামত /সুপারিশ	

নামসহ স্বাক্ষর

সংযোজনী -১৯

চলমান গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন

০১	গবেষকের/ প্রধান গবেষকর নাম ও পদবী	
০২	প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নাম/ ঠিকানা	
০৩	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
০৪	গবেষণার শিরোনাম ও ক্যাটাগরি	
০৫	গবেষণার মেয়াদকাল ও মঞ্জুরিকৃত অর্থ	
০৬	পরিদর্শনের তারিখ:	
০৭	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	
০৮	প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম;	
০৯	গবেষণা **কাজের অগ্রগতি:**	
১০	গবেষণা এলাকা	
১১	পরিদর্শনকৃত গবেষণা এলাকা	
১২	এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় কোন সমস্যা আছে কিনা	
১৩	সংগৃহীত ডাটা এবং কোশ্চেনিয়ারের বিষয়ে স্থানীয়দের মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (ক), (খ) (গ) (ঘ)	
১৪	গবেষণা কাজের প্রশ্নমালা, এফজিডি, লোকাল মিটিং, সার্ভের কাজ হয় কিনা (রেসপনডেন্ট), কি কি টুলস ব্যবহার হয় এবং পরিবীক্ষণ ছবি সংযুক্ত করতে হবে;	
১৫	প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাবলী	
১৬	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত/সুপারিশ	

নামসহ স্বাক্ষর

সংযোজনী -২০

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রতিবেদন

০১	প্রতিষ্ঠানের নাম/ ঠিকানা	
০২	প্রতিষ্ঠান প্রধান /পরিচালকের নাম ও পদবী	
০৩	প্রতিষ্ঠানের মোট জনবল কাঠমো (পদবীসহ) (ক) ১ম শ্রেণী (খ) ২য় শ্রেণি, (গ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি	
০৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজস্ব অবকাঠামো আছে কিনা	
০৫	অবকাঠামোগত সুবিধা : (ক) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, (খ) সাউন্ড সিসটেম (গ) **প্রশিক্ষণার্থী** ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে	
০৬	গবেষণা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিএইচডি ও এমফিল গবেষক এর সংখ্যা	
০৭	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ইতোপূর্বের প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
০৮	দেশী/ আন্তার্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রমের (যদি থাকে) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
০৯	রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য	
১০	প্রয়োজনবোধে ছবি সংযুক্ত করা যেতে পারে;	

নামসহ স্বাক্ষর

সংযোজনী -২১

প্রত্যয়নপত্র

আমি.....,পেশা ও পদবী:.....,গবেষক/প্রতিষ্ঠান: ....., ঠিকানা:..... নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রস্তাবিত গবেষণার বিপরীতে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়নি । আমার দ্বারা উপরে উপস্থাপিত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ । এ তথ্য কোনোরুপ ভুল বা অসত্য প্রমাণিত হলে আমি/আমার প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে এবং সরকারি বিধি মোতাবেক যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি করব না ।

তারিখ ও স্বাক্ষর:

সংযোজনী-২২

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র

আমি....., পেশা ---------- ও পদবী:..... ঠিকানা:..... নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমার তত্ত্বাবধানে ------- শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে এবং উপস্থাপিত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ। এ তথ্য কোনোরুপ ভুল বা অসত্য প্রমাণিত হলে আমি দায়ী থাকব এবং সরকারি বিধি মোতাবেক যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি করব না।

তারিখ ও স্বাক্ষর: